38

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 14 JUN 1994
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৮

চট্টগ্রাম ভার্সিটির সার্টিফিকেট বিক্রি হচ্ছে

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

চট্টগ্রাম, ১৩ই জুন।–চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আর, আই চৌধুরীর মূল স্বাক্ষরসংবলিত স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সার্টিফিকেট চড়া দামে বেচাকেনার চাঞ্চল্যকর তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। গত রোববার বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট ও ফিন্যান্স কমিটির এক যৌথ সভায় ফিন্যান্স কমিটির একজন সদস্য কর্তৃক আনীত এক অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তাৎক্ষণিকভাবে তদন্তকালে এ অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হয়।

সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানান, গত ৬ই ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের যে প্রথম সমাবর্তন উৎসব হয়ে গেল তাকে উপলক্ষ করে উপাচার্য পঞ্চাশ হাজার অলিখিত সার্টিফিকেটে মূল স্বাক্ষর করে দেন। সমাবর্তনের দিন এর মধ্যে মাত্র দু'হাজার

চট্টগ্রাম : পৃঃ ১২ কঃ৩

চট্টগ্রাম ঃ সার্টিফিকেট বিক্রি হচ্ছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সার্টিফিকেট বিলি হয়। অবশিষ্ট সার্টিফিকেটের মধ্যে কিছু কিছু পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দপ্তরের এক শ্রেণীর দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা ও কর্মচারীর যোগসাজশে বিক্রি হয়েছে বলে খবর পাওয়া যায়। সভায় এ ধরনের এক বান্ডিল সার্টিফিকেট প্রদর্শন করা হয় যেগুলো লিখিত হয়নি। অথচ উপাচার্যের মূল স্বাক্ষর রয়েছে। উপাচার্য সভায় জানান যে, তিনি না বুঝেই এতগুলো অলিখিত সার্টিফিকেটে স্বাক্ষর করেছিলেন।

সভায় দীর্ঘ আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয় যে, গত সমাবর্তন উৎসবে ও এরপর থেকে যত সার্টিফিকেট বিলি করা হয়েছে তার সবগুলোই ফেরত নেয়া হবে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে। এছাড়া চড়া দামে সার্টিফিকেট বিক্রির বিষয়টি সম্পূর্ণ তদন্ত করে একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট পেশ করার জন্য সিন্ডিকেট সদস্য ও সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডীন অধ্যাপক আবদুল হাকিমকে আহ্বায়ক করে তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। পরীক্ষার খাতা ও ফলাফল জালিয়াতির অভিযোগে সম্প্রতি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দপ্তরের সাতজন কর্মকর্তাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত এবং পরীক্ষা নিয়ন্ত্রককে ওএসডি করা হয়েছে।